কোটচাঁদপুরে সংবিধান দিবস পালিত

র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কোটচাঁদপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় সংবিধান দিবস। শুক্রবার উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর পৌর সভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজাহান আলী, সহসভাপতি লুৎফর রহমান, মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, দোড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল, এলাঙ্গীর মিজানুর রহমান,সাবদারপুরের আব্দুল মান্নান।

এর আগে একটা র্যালী শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম।

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কাউটের কাব প্যাক মিটিং

কোটচাঁদপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কাউট কাব প্যাক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে এ মিটিং করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গ্রুপ লিডার বাবুল আক্তার বলেন,শিক্ষা সহায়কের অংশ হিসেবে প্যাক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যাক মিটিংয়ে অংশ গ্রহন করেন বিদ্যালয়ের ৪৮ জন ছাত্র /ছাত্রীরা।

যার মধ্যে ছিল স্কাউট অভিযান,গ্রান্ডওয়েল,মোমবাতি প্রজ্বলন,নাটিকা,বনকলা ও তাবু জলসা।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্কাউট কাব মিটিং শুরু হয়। দিনব্যাপী চলে এর বিভিন্ন কার্যক্রম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল,ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি সাংবাদিক সুব্রত কুমার, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলরাম সাহা, কমল কুমার ভট্টাচার্য ও মিঠুন দাস,কাউন্সিলর সুব্রত ভট্টাচার্য, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর গাজী তানজিম আক্তার পিউলি, ইউনিট লিডার শিক্ষক নাজমুন নাহার।

এ সময় শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল বলেন,বিদ্যালয়ের খাতা কলমের শিক্ষায় সব কিছু না। শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে গড়ে তুলতে হলে,শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের প্রয়োজন আছে। তিনি কমল মতি ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিটি ইভেন্ট দেখে সন্তোষ প্রকাশ ও করেন বক্তব্যের সময়।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা মশিউর রহমানের রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিউর রহমানের মৃতদেহ রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার মনিরুদ্দীন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দু’দফা জানাজা শেষে বিকালে কন্যাদহ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এ সময় বিউগলে বেঁজে ওঠে করুন সুর।

ঝিনাইদহ শহরে অনুষ্ঠিত জানাজার নামাজে ইমামতি করেন কোটচাঁদপুর আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম। বুধবার সকাল থেকে জানাজায় শরীক হতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপি নেতাকর্মী ছাড়াও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ঝিনাইদহ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আসতে থাকেন। শুধু ঝিনাইদহ নয়, আশপাশ জেলা থেকেও বিএনপির জৈষ্ঠ এই নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষ জানাজা স্থলে ছুটে আসেন।

ফলে বেলা ১১টার মধ্যে সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠ কানায় কানায় পুর্ন হয়ে যায়। জানাজায় অংশ নেয়া অনেকের এ সময় বলতে শোনা যায় মশিউর রহমান যে সত্যিকারের একজন জননেতা ছিলেন, তা মৃত্যুর পরও প্রমান করে দিলেন। জানাজা শুরুর আগে মশিউর রহমানের বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন তার বাল্যবন্ধু ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রবিণ রাজনীতিবিদ আব্দুল হাই এমপি।

এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় নেতা নিতাই রায় চৌধুরী, খায়রুল কবীর খোকন, আজিজুল বারী হেলাল, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, এ্যাড আসাদুজ্জামান আসাদ, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, রফিকুল ইসলাম বকুল, কুষ্টিয়ার সাবেক এমপি সৈয়দ মেহেদী হাসান রুমি, অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন, যশোরের সাবেরুল হক সাবু, মাগুরার মনিরুল ইসলাম, খুলনার সফিকুল ইসলাম মনা, আকতার হোসেন, শফিকুল ইসলাম তুহিন, আলী আহম্মেদ, তোজাম্মেল হোসেন, সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব, মশিউর রহমানের বেয়াই খুলানার সাবেক মেয়র আব্দুল গাফ্ফার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেনসহ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জানাজা অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি তার বক্তব্যে বলেন, বন্ধু মশিউরের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও কোন বিরোধ ছিল না। সে আমার একজন খাটি বন্ধু ছিল। তার ধ্যানজ্ঞান ছিল ঝিনাইদহের উন্নয়ন। রনাঙ্গনে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। তার মৃত্যুতে ঝিনাইদহ তথা দেশবাসি একটি সত্যিকারের দেশ প্রেমকিকে হারালো।

উল্লেখ্য ঝিনাইদহ উন্নয়নের কারগির খ্যাত বিএনপির এই বর্ষিয়ান নেতা মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কে উন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডুবাসী। এই দুই উপজেলাসহ ঝিনাইদহ গণমানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঝিনাইদহ শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

জমকালো আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ঝিনাইদহ শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে র্যালি,আলোচনা সভা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গতকাল সকালে কলেজ প্রাঙ্গন থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একটি বর্নাঢ্য র্যালি বের করে। র্যালিটি মধুপুর চৌরাস্তা ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্ধোধন করেন বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুজ্জামান। পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র অধিদপ্তরের উপপরিচালক সাইফুর রহমান, কলেজ অধ্যক্ষ ফিরোজ খন্দকার, সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, কামিরুল ইসলাম, মোকসেদুল আলম, প্রভাষক ইয়াসমিন নাহার শিলা,আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফাহাদ মাহমুদসহ শিক্ষকবৃন্দ। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য-২০১৮ সালের ১ নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্ধোধন করেন। বর্তমানে কলেজটিতে ৬শতাধিক শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত।

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা। ২৫ দিনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ২৭ জন। মারা গেছেন ৪ জন। প্রতিরোধে আরো বেশি কাজ করতে হবে জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।
সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে ৩০ দিনে ২৯ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। এরমধ্যে মারা গেছেন ৪ জন। যার মধ্যে ২ জন গলায় ফাঁস দিয়ে আর ২ জন বিষপান করে।
এদের মধ্যে গেল ৮ অক্টোবর বিষপান করে মারা যায় রাজিব হোসেন, সে গুড়পাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে, রুবিনা খাতুন (২২) বৃহস্পতিবার(২১ তারিখ) রাতে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যান । সে কোটচাঁদপুরের ঘাঘা গ্রামের মশিয়ার রহমানের স্ত্রী।
শনিবার (২২ তারিখ) দুপুরে গলায় ফাঁস দেন রাজু ইসলামের স্ত্রী তানিয়া খাতুন (২৫)। তারা কোটচাঁদপুর বিদ্যাধরপুর গুচ্ছ গ্রামে বাসিন্দা।
২৪ তারিখ সোমবার বিষপান করে মারা গেছেন রাসেল হোসেন(১৪। সে উপজেলার লক্ষিকুন্ড গ্রামের জাফর মন্ডলের ছেলে।
এদিকে কোটচাঁদপুর উপজেলায় গেল ২৫ দিনে ২৭ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। যার মধ্যে ১৬ জন বিষপানে,৪ জন গলায় ফাঁস দিয়ে এবং ৭ জন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে।
এরমধ্যে গেল ৪ তারিখে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন ১ জন,বিষপান করে ৪ জন,৫ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৬ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৭ তারিখে বিষপান করে ২ জন,গলায় ফাঁস দিয়ে ২ জন আর ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন, ১০ তারিখে ১ জন,১১ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,১৫ তারিখে বিষপানে ১ জন,১৬ তারিখে ১ জন,১৭ তারিখে ১ জন,১৮ তারিখে ১ জন,২০ তারিখে ট্যবলেট খেয়ে ২ জন,গলায় ফাঁস দেন ১ জন,২২ তারিখে বিষপান করেন১ জন আর গলায় ফাঁস দিয়ে ১ জন,২৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন,হারপিক খেয়েছেন ১ জন।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম

বলেন, এর আগে আত্মহত্যার উপর ইনোভেশন প্রকল্প ছিল। এখন না থাকলেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে আত্মহত্যা,বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন কাজ করে থাকি।
খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমরা বিভিন্ন স্কুল,কলেজে গিয়ে বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা প্রবনতাসহ সম্প্রতি সভা নিয়মিত করে আসছি। এরপরও এতগুলো ঘটনা আমাদের বিস্মিত করেছে।
তিনি বলেন, বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হবে। এরপর যে নির্দেশনা আসবে,সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এভাবে আশংকা জনক হারে কোটচাঁদপুরে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। সরকারি কোন পদক্ষেপই কার্যকর হচ্ছে। প্রতিরোধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহল।

ঝিনাইদহে জাতীয় যুব দিবস পালিত

‘প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়েছে।জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পায়রা অবমুক্ত করে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে গাছের চারা রোপন করা হয়।
পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় যুব উন্নয়নের উপপরিচালক মোঃ রিয়াজুল আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাইদ, জেলা তথ্য অফিসার আবুবক্কর সিদ্দীক, জেলা সমাজ সেবার কার্যলয়ের উপপরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিচুর রহমানসহ অন্যান্যরা।
বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উদ্ভাবনী ও উৎপাদনমুখী কর্মে যাওয়ার জন্য যুবদের আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে সনদপত্র ও যুবঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি মশিউর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিউর হমান আর নেই (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কের নির্জন বাসার দরজা ভেঙ্গে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ ছোঁয়া ইসরাইল স্বজনদের জানান অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে মশিউর রহমানের বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। দুপুর ১২টার দিকে সাবেক এই সংস্যদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শোকে স্তদ্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ শহর। লাশ দেখতে দলমত নির্বিশেষে মানুষ ছুটতে থাকেন তার ক্যাসেল ব্রীজ সংলগ্ন নতুন বাড়িতে। এ সময় পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মীদের ভীড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার জানাজার প্রথম নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বুধবার সকাল ১১ ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয় মাঠে এবং দ্বীতিয় জানাজার নামাজ বাদ জোহর তার নিজ গ্রাম হরিণাকুণ্ডুর কন্যাদহে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আব্দুল মালেক গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। গাড়ি চালক নাজমুল হাসান বাধন জানান, মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে মশিউর রহমান তার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দ্রুত বাসায় আসতে বলেন। বাঁধন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কের বাসায় এসে ডাকাডাকি করতে থাকেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মশিউর রহমানের ছোট ভাই আসাদুজ্জামান, প্রতিবেশি ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, পাপপু সাহা ও ম্যানেজার বকুল হোসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখেন সোফার উপর মশিউর রহমানের নিথর দেহ পড়ে আছে। ইজিবাইকযোগে দ্রুত তারা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ছোঁয়া ইসরাইল জানান অনেক আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। মশিউর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা গেছে, তিনি ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের কন্যাদহ গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। মসিউর রহমান ৭ম শ্রেনীর

ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে আয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। পরবর্তী শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠা করা বিএনপিতে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে অল্প বয়সে তিনি হরিণাকুন্ডুর চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে চমক সৃষ্টি করেন। ১৯৮৭ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকায় ৭ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৭৯ সালে বিএনপির মনোনয়নে জাতীয় সংসদ সদস্য পদে লড়াই করে করে পরাজিত হন। সারা দেশে বিএনপির তিন’শ আসনের প্রার্থীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী। মশিউর রহমান ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় তিনি বিরোধী দলীয় হুইপ, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। মশিউর রহমান ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গ্রেফতান হন এবং কয়েক মাস কারাবরণ করেন। ১৯৭১ সালে ৮ নং সেক্টরে হরিণাকুন্ডু থানা কমান্ডার হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মশিউর রহমান ঝিনাইদহ, হরিণাকুন্ডু, শৈলকুপা, কুষ্টিয়া ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্যে ঝিনাইদহ আনসার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ও সরকারী ভাবে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেন। তিনি উক্ত ক্যাম্পের কমান্ডার নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা পরবর্তী ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠন করেন এবং উক্ত সংসদের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দূনীতির অভিযোগে মশিউর রহমানের নামে দূর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে যশোরের বিশেষ জজ আদালত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে ১০ বছরের কারাদন্ড, জরিমানা ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রায় প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। মসিউর রহমানের স্ত্রী মাহবুবা রহমান শিখা পেশায় একজন আয়কর আইনজীবী। এই দম্পতির শামীম রহমান শিমু, ডাঃ ইব্রাহীম রহমান, শোয়াইব রহমান নামে তিন সন্তান রয়েছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, টানা চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলায় প্রথম বিসিএস নার্স

ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি ঝিনাইদহ শহরে নাসিং ইন্সটিটিউট, সরকারী শিশু হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ম্যাটস, হেলথ টেকনোলজি, খাবার স্যালাইন ফ্যাক্টরী, ভেটেরিনারি কলেজ, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত, করোনারী কেয়ার ইউনিট, বিভিন্ন ইউনিয়নে একাধিক কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন করে নজীর স্থাপন করেন। মশিউর রহমানের মৃত্যুর খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও তার রনাঙ্গনের বন্ধু মোঃ আব্দুল হাই ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন মৃতদেহ দেখতে ছুটে আসেন। হাজারো দলীয় নেতাকর্মী ও শুভান্যুধায়ী এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা মশিউর রহমানের মৃতদেহ এক নজর দেখতে তার বাড়িতে ভীড় জমান।

ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্ররোচণা মামলায় যুবকের ৭ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মাদ্রাসাছাত্রীর আত্মহত্যার প্ররোচণা মামলায় তাহাবুর রহমান নামের যুবকের ৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। একই সাথে ৫০ হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। দন্ডিত তাহাবুর রহমান কালীগঞ্জ উপজেলার কামারাইল গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানায়, কামারাইল গ্রামের মাদ্রাসা ছাত্রী শিরিনা খাতুনকে উত্যক্ত করত একই গ্রামের তাহাবুর রহমান। ২০০৭ সালের পহেলা আগস্ট বাড়ির পাশের নদীতে গোসল করতে যাওয়ার সময় তার সম্ভ্রমহানি ও লাঞ্ছিত করে তাহাবুর রহমান। এই অপমান সইতে না পেরে পরেরদিন গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে শিরিনা খাতুন। এ ঘটনায় ১৯

সেপ্টেমর তাহাবুর রহমানকে আসামী করে কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করে শিরিনা পিতা আখের আলী। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত মঙ্গল এ মামলায় রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডিত তাহাবুর রহমান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে জাসদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সূবর্ণজয়ন্তী পালিত

ঝিনাইদহে জাসদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সূবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। সোমবার জেলা জাসদের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় শহরের পুরাতন ডিসিকোর্ট চত্ত্বর থেকে দলের বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে পোস্ট অফিসের মোড়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তির সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জাসদের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আলহাজ মনোয়ার হোসেন, জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক শামীম আখতার বাবু, সহ সভাপতি এ্যড. আসাদুজ্জামান আব্দুল জলিল মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, কোষাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান উজ্জল, যুবজোট নেতা আশানুর রহমান, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সম্পাদক বিদুৎ হোসেনসহ জেলা ও উ জেলার নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা জঙ্গিবাদী তালেবানী রাজনীতি বন্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় পুনর্জাগরণ সংঘটিত, দুর্নীতিমুক্ত দলবাজী, গুন্ডাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুসাশন কায়েম, শোষন-বঞ্চনা বৈষম্যের অবসান করে সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহবান জানান।

কোটচাঁদপুরের বহরমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিয়,চেয়ারম্যান প্যানেল জয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল কোটচাঁদপুরের বহরমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচন। সোমবার ওই বিদ্যালয়ের কক্ষে এ ভোট নেয়া হয়। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পক্ষের পূর্ন প্যানেল জয়ী হয়েছেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রিজাইটিং কর্মকর্তা রতন মিয়া জানান, উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ বিদ্যালয়ে ৪ পদের জন্য লড়াই করছিলেন ৭ জন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী। যার মধ্যে আব্দুল জলিল,আসাদুল ইসলাম, আব্দুল জলিল, আব্দুল মালেক,নাসির উদ্দিন,মফিজুর রহমান,শরিফুল ইসলাম।

এরমধ্যে চেয়ারম্যান প্যানেলের আব্দুল জলিল, আব্দুল মালেক,আসাদুল ইসলাম মফিজুর রহমান। এছাড়া ওই প্যানেলের মহিলা প্রার্থী নাজমা আক্তার বিনা প্রতিদ্বন্তিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১৪৩ টি। এরমধ্যে পোল হয়েছে ১২৭ ভোট। সোমবার সকাল ১০ টায় ভোট গ্রহন শুরু হয়। যা চলে একটানা বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।